গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট।
(রাজস্ব শাখা)
www.sylhet.gov.bd

জলমহাল ইজারা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি নং-০১/১৪২৫

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪২৫ বাংলা সনের দখল প্রদানের তারিখ হতে ১৪২৭ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত সময়ের জন্য (২০.০০ একরের উর্ধ্বে বদ্ধ জলমহাল) বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

০২. জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পর নিম্নবর্ণিত তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজস্ব শাখা, সিলেট ও এ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে আবেদনপত্র গ্রহণ ও দাখিল করা যাবে। তাছাড়া জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি www.sylhet.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

ক্রমিক নং	আবেদন ফরম গ্রহণ ও দাখিলের সময়কাল	মন্তব্য
০১.	১৩-০৩-২০১৮খ্রিঃ হতে ২৭-০৩-২০১৮খ্রিঃ (অফিস সময়) পর্যন্ত	১০ (দশ) কার্যদিবস

ক্র: নং	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	মৌজা	আয়তন (একরে)	সরকারী ইজারামূল্য	মন্তব্য
০১.	সদর	হারিখাই বিল	কেওয়াছড়া	২৩.৪৯	৩,৯৯৬/-	
০২.		আন্দু সুরমা	গোপাল উত্তর	১২০.১৭	৬৮,৭৭৫/-	
০৩.		মেলান বিল	সর্বানন্দ	২৮৪.০০	৫,০০,০০০/-	৭৬/৯৮ স্বত্ব মামলাভূক্ত
০৪.		নোয়া বিল	রাজারগাঁও	৩৪.৩৪	১৭,৩২৫/-	২৩৪/০৫ স্বত্ব মামলাভূক্ত
০৫.		চামাউরা গ্রুপ	চাতল	৬৬.৭৮	১,০৫,০০০/-	১৫/৭৫ ও ৩৫/১৭ স্বত্ব মামলাভূক্ত
০৬.		এলংগী কাটা বিল	কালারুকা গং	৩১.৪২	৬০,০০০/-	১৯/১০ রাঃ মিঃ আঃ মামলাভূক্ত
০৭.		ঢেংগা মারা বিল	কেওয়াছড়া	২৭.২০	১,২২,৭৮৯/-	
০৮.	দক্ষিণ সুরমা	ভাড়েরা বিল	গোটাটিকর	২১.১৩	৫৩,০৩২/-	১৭/০৮ স্বত্ব মামলাভূক্ত
০৯.		চালনিয়া কাইছনা	চালনিয়া গং	২৪৮.০০	১,৫৭,৫০০/-	৪৩০৫/০৫ সি আর মামলাভূক্ত
১০.		মাগুরা	ফারংপাশা	২৫.০৮	১,৪১৫/-	
১১.		লোহাজুরি বিল	কুচাই	৬৫.০০	১,০০,০০০/-	৭৭২০/১০ রিট মামলাভূক্ত
১২.		কুরুয়া গ্রুপ	চালনিয়া গং	৩৪.১১	৬২,০০০/-	
১৩.		পেটুকুরি বিল	চালনিয়া গং	৩১.৩৫	৫৭,০০০/-	২৮৬/১১ স্বত্ব মামলাভূক্ত
১৪.		বড় লুলা বিল	দাউদপুর	৬৪.৯০	২,৩২,৬৮৪/-	
১৫.	জৈন্তাপুর	তেলকুম বিল	ডুলটিরপার	২৮.৬৮	৪১,৫৮০/-	৬৩/৯০ স্বত্ব মামলাভূক্ত
১৬.		গোপরাজান বিল	ভিত্রিখেল গং	২৬.৫৭	৭৫,০৫৯/-	
১৭.		সাবলাইন কুড়ি	চাতলারপাড়	৮০.৪৬	৬৬,৮৫৪/-	
১৮.		রাংপানি বিল	জৈন্তাপুর	৩২.৭৬	১০,৫০০/-	
১৯.		ডিবি বিল	ডিবির হাওর	২৩.৩২	১০,০০০/-	
২০.	বালাগঞ্জ	ধানুয়াঘাটিয়া বিল	মাকড়সি	৩১.১৯	৩৩,৬০০/-	
২১.		ছোট কুমারী বড় কুমারী	হরিশ্যাম	৪৭.৪০	১৫,২২৫/-	
২২.		বেড়াঘাটিয়া গ্রুপ	সুলতানপুর চক গং	৩৫৬.১৩	৭,৬৩,৭১৩/-	
২৩.	ওসমানীনগর	কালাসারা বিল	কালাসারা	২৬.৭৫	৩৪,৫২৯/-	
২৪.		বদ্ধ কুশিয়ারা	খসরুপুর	৬৭.৬৯	১,৯৭,৯১২/-	
২৫.		চানপুর মহাজন	তাজপুর গং	৪১.৮৭	৯,৪৫০/-	
২৬.		খাগদর বিল	মশাখলা গং	৭৭.৮১	৯৯,৯২৬/-	
২৭.		কইয়াচুড়া ও বাটুচুড়া গ্রুপ	আনরপুর	৩১.৬৫	৪০,০০০/-	২৬৭৬/১৩ রিট মামলাভূক্ত
২৮.	গোয়াইনঘাট	৮০ উনাই বিল	ছাতার গ্রাম	৩৩.২৪	১৬,৪৩৩/-	
২৯.		বুজাডং	বুগইলকান্দি গং	৩৪.৩৮	২,৩৬৩/-	
৩০.		বড় বুগইল বিল	দ্বারিখেল	৪২.৪২	২,৬২৫/-	
৩১.		শাল চাপরা	তুড়কভাগ হাওর	২০.৬৯	৪,২০০/-	

৩২.		১১১ হাইলা বিল	লামাপাড়া	৪০.৪০	৬৭,৮৬০/-	
৩৩.		কুরুন্ডি বিল	খাস হাওর	৯৩.৫৯	১,৮৭,১৮০/-	৬৭১৮/০২ সি আর মামলাভূক্ত
৩৪.		মেওয়া বিল	পূর্ব পেকেরখাল গং	৫৯.৮৩	৩,০৯,৮০৩/-	
৩৫.		চিরানরাইল	পুরানগাঁও গং	১৬৯.২০	৫,৬৩,১৮৬/-	
৩৬.		কামদালি খাল	বাউরভাগ হাওর	২১.৬৫	৩৫,০০০/-	
৩৭.		মেধার খাড়া	নতুন ভাঙ্গা হাওর গং	৩৪.৫৭	২৯,৪৭৪/-	
৩৮.		নিজাইল খাড়াদিগা	নিয়াগুল হাওর গং	৪৩৬.০৭	১০,০৩,২৭৫/-	৬৭৬/১৮ রিট মামলাভূক্ত
৩৯.		৭৩ বড় কিকন	হোয়াউরা	২১.৭৭	৬৪,৪০৩/-	
৪০.		তামা বিল	চৈলাখেল	২৭.৬২	২০,২৪১/-	
৪১.	কোম্পানীগঞ্জ	খলিতাজুড়ি চাপড়া গ্রুপ	খলিতাজুড়ি বিলের পার গং	২৪৯.২৮	১,৭৫,৩৩৬/-	
৪২.		নভাগী	পাড়ুয়া	৩৩.২২	১,৩১৩/-	
৪৩.		৮৪/৯০ লুম বিল	ললিকান্দি গং	৩৩০.৩৮	২৯,০৪,২৯৯/-	
৪৪.	বিয়ানীবাজার	মরামেদী বিল	খাসাড়ী পাড়া	৩৯.৫০	৬৬,৫৩৩/-	
৪৫.		গোলচি বিল	ছোটদেশ	৬০.৯৭	৫৬,৩৯৪/-	
৪৬.	গোলাপগঞ্জ	শিলাকুড়ি বিল	কালাকোনা	১৪৫.১৬	৫,৬০,৪৩৮/-	
৪৭.		ফাটামেদী বিল	ফুলসাইন্দ	৫০.০০	২,০০,২৮৯/-	
৪৮.		ছোট হাওয়া বিল	ফুলসাইন্দ	২৪.৭৪	২৪,৩১১/-	
৪৯.	কানাইঘাট	ঝরঝরি বিল	মাটিজুরা	৪৭.০০	২০,১৭৬/-	২০৯/০৫ সি আর মামলাভূক্ত
৫০.		শিয়ালা হাওর	বাউয়ারকান্দি	৮৩.৩২	৭৯,৯০৫/-	১২৬৮/১০ সি আর মামলাভূক্ত
৫১.		জুর বিল	আলংগরা পাহাড়	২৮.৪৭	২৯,৪০০/-	১০৩৪০(আর)/১৯৯১ সি আর মামলাভূক্ত
৫২.	জকিগঞ্জ	বালাইট কারবালাই	বালাইট গং	১২২.৪২	১,০০,০০০/-	৮০৬/১৫ সিভিল রিভিশন মামলাভূক্ত
৫৩.		মইলাট বিল	মইলাট	৯০.৯০	২,৫০,০০০/-	৯৭৭১/১০ রিট মামলাভূক্ত
৫৪.		উড়াল গুজার কুড়ি	কেশরকোনা	৪৬.৫৫	৩,৮৬,৬৪৭/-	০২/০৪ টাকা মামলাভূক্ত।
৫৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ	চিলুয়া তিনডুবি	কচুয়া বহর গং	৪০.৫৩	১৫,৩৯,২১০/-	

বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী

০১। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবেন। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

০২। নির্দিষ্ট ফরমে প্রতিটি মহালের জন্য পৃথক পৃথক আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্রের প্রতিটি কলাম স্পষ্টাক্ষরে যথাযথভাবে পূরণসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম ব্যবহারের মেয়াদ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ যে তারিখের জন্য ক্রয় করা হবে সেই তারিখে এবং যে জলমহালের জন্য ক্রয় করা হবে শুধুমাত্র সে জলমহালের ক্ষেত্রে দাখিলের জন্য প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত কোন আবেদন ফরম দাখিল করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। প্রতিটি আবেদন ফরমের জন্য জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে ৫০০/- টাকা মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (যে কোন তপশীলি ব্যাংক হতে) দাখিল সাপেক্ষে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে এবং ইহা অফেরতযোগ্য।

০৪। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% (শতকরা হারে) জামানত হিসেবে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

০৫। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক (যেখানে যা প্রযোজ্য) প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৬। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

০৭। আবেদন দাখিলকারী সমিতি কর্তৃক বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধিত সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

০৮। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সংগঠন/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ছবি ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবশ্যিকভাবে দাখিল করবেন।

০৯। আবেদনপত্রের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হালনাগাদ প্রত্যয়ন সংযুক্ত করতে হবে। তাছাড়া সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, সমিতির সভার কার্যবিবরণী, সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে হালনাগাদ প্রত্যয়ন পত্র ও ব্যাংক সলভেন্সী প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সমিতির সকল সদস্যের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র/নাগরিক সনদনপত্র সংযোজন করতে হবে।

১০। জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য আবেদনের সাথে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

১১। যে সকল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির/সংগঠনের নিকট কোন জলমহালের বকেয়া রাজস্ব পাওনা রয়েছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে জলমহাল রাজস্ব সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে অথবা সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে তারা জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না এবং তাদেরকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়ও কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না। তথ্য গোপন করে অথবা ভুল তথ্য পরিবেশন করে কেহ যদি জলমহাল ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল বন্দোবস্ত পান তাহলে তা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থসহ ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১২। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করবেন। আবেদনপত্রে কোন কাটাছেড়া বা ঘষামাজা করা যাবে না। আবেদন ফরমে কোন প্রকার ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না, ব্যবহার করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। আবেদনপত্র ক্রয়ের রশিদ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। জলমহালসমূহ সাময়িক ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে, তাই জলমহালসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা দেয়া হবে। আবেদনকারীকে আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শন করে মহালের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদন করতে হবে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত কোন আবেদন/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৫। খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৬। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে একসাথে পরিশোধ করতে হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১৭। ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ইজারাকৃত মহালের ২য় ও ৩য় বৎসরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আয়করসহ যথাক্রমে ১ম ও ২য় বৎসরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল হবে এবং রক্ষিত ২০% জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। এক্ষেত্রে মহালটি পুনরায় বন্দোবস্ত/ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাস পেলে অথবা মহালটি ইজারা প্রদান সম্ভব না হলে অবশিষ্ট/সম্পূর্ণ টাকার দায় ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির উপর বর্তাবে।

১৮। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের ইজারামূল্যের সাথে ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১৯। কোনক্রমেই ২(দুই)টির অধিক জলমহাল কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনকে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া হবে না।

২০। ইজারা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দোবস্ত/ইজারা অনুমোদন হবার সাথে সাথে নিজ দায়িত্বে বন্দোবস্ত/ইজারা চুক্তি সম্পাদন ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিজ উদ্যোগে মহালের দখল গ্রহণ করতে হবে। যথাসময়ে মহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। লীজ চুক্তি সম্পন্ন ব্যতিত মহালের দখল হস্তান্তর করা হবে না এবং মহালের দখল গ্রহণ না করে মৎস্য আহরণ করা যাবে না।

২১। জলমহালের ইজারার মেয়াদ পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যেকোন সময়ে জলমহালের বন্দোবস্ত/ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ পহেলা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০শে চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

২২। ইজারা গ্রহীতা সমিতি কোনক্রমেই লীজকৃত জলমহাল কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাবলীজ প্রদান করতে পারবেন না। যদি সাবলীজ দেয়া হয় তাহলে উক্ত জলমহালের বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিলসহ জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে মহালটি পুনরায় বন্দোবস্ত/ইজারা প্রদান করা হবে। ঐ ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

২৩। সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বাবদ অর্থ পরিশোধ ব্যতিত মহালের লীজ দলিল সম্পাদনসহ দখল প্রদান করা হবে না। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশ ও অন্যান্য কর যদি প্রযোজ্য হয় তাও পরিশোধ করতে ইজারা প্রাপ্ত সমিতি বাধ্য থাকবেন।

২৪। ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য ইজারাকৃত মহালের ইজারা মেয়াদের মধ্যে মহালটি সরকার বরাবরে সমর্পন/প্রত্যর্পন করা যাবে না।

২৫। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরৎ না নিয়ে থাকেন তবে উক্ত সিদ্ধান্তের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ সমিতি ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করতে পারবেন।

২৬। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে ঐ সকল মহালের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এতদব্যতিত কোন মহালের উপর বা মহালের কোন দাগের উপর বিজ্ঞ/মহামান্য আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে তা উল্লেখ করা না হলেও তা ইজারা বহির্ভূত থাকবে।

২৭। মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসংগত কারণে জলমহালসমূহ সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। দখল প্রদানের সময়কাল পহেলা বৈশাখ ১৪২৫ বাংলা সন হতে কার্যকর হবে।

২৮। জলমহাল ইজারা গ্রহণ করে কোন অজুহাত কিংবা আপত্তি দাখিল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইতোপূর্বে মহালের উপস্বত্ব ভোগ করা হয়েছে এ সংক্রান্ত আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

২৯। ইজারা গ্রহীতা সমিতি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করে মাছ ধরার মৌসুমে সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করে অথবা বিষ প্রয়োগ করে মৎস্য আহরণ করতে পারবেন না। শর্ত অমান্যকারী সমিতির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩০। তালিকায় বর্ণিত জলমহালের বিস্তারিত তপশীল এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা হতে জানা যাবে।

৩১। উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ছাড়াও অন্য কোন বিষয়ে জানতে হলে তা সংশ্লিষ্ট অফিস হতে জানা যাবে।

৩২। জলমহাল ইজারা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা/সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে প্রত্যহ অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

৩৩। যেকোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৮.০৩.১৮

(নুমেরী জামান)
জেলা প্রশাসক
সিলেট।
ফোন ০৮২১-৭১৬১০০ (অঃ)

স্মারক নং-০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.৩২.২৪৮.১৭- ৫৪৯ (১০৯), তারিখ ঃ ১২ মার্চ'২০১৮খ্রিঃ।

অনুলিপি- সদয় অবগতির জন্য ঃ

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

০৩। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

অনুলিপি- সদয় অবগতি ও বহুল প্রচারের জন্য ঃ

০৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।

০৫। পুলিশ সুপার, সিলেট।

০৬। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট।

০৭। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিলেট।

০৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট।

০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

১০। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট।

১১। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট।

১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল), সিলেট। সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১৩। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট। তাঁকে বেতার মারফত বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট। তাঁকে মাইকযোগে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৫। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সিলেট।

১৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...(সকল), সিলেট। বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সংযুক্তির এক কপি জারী করে জারীর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৭। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট। বিজ্ঞপ্তিটি জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৮। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ...(সকল), সিলেট।

১৯। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা,....., ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ..., সিলেট।

২০। সম্পাদক, দৈনিক ..... । এসাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে (Single space) কেবলমাত্র ০১ (এক) দিনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২১। নোটিশ বোর্ড।

২২। অফিস নথি/মাস্টার নথি।

১২.০৩.২০১৮

(মুহাম্মদ আশরাফুল আলম)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
সিলেট।
ফোন ০৮২১-৭১৩৯২২ (অঃ)